গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ আজিজুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম লিডার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৯-০৭-২০২১
সভার সময়	সকাল-১১.৩০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

২.০ আলোচনা:

২.১। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী এ. কে. এম শামসুল আলম শাহীন করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৮-০৭-২০২১ তারিখ রাত-৮.৫৪ মিনিটে মৃত্যুবরণ করায় সভায় গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের সদস্য-সচিব ও উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২.২। উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) উল্লেখ করেন যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রমাণক সংগ্রহ ও প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মনিটরিং রিপোর্ট যথাযথভাবে সময়মত প্রাপ্তিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, করোনা পরিস্থিতিতে বিষয়টি হয়ত সেভাবে বেগবান হয়নি। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ভবিষ্যতে মনিটরিং রিপোর্ট যথাযথভাবে সময়মত দাখিলের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) আরো উল্লেখ করেন যে, এপিএ টিমের সদস্যদের বিদেশ প্রশিক্ষণে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বিধি-নিষেধের কারণে বিদেশ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে এ সুযোগ না থাকায় বিকল্প কোন ইনসেনটিভের মাধ্যমে এপিএ টিমের সদস্যদের উৎসাহ বাড়ানোর বিষয়ে অদ্যকার সভায় আলোচনা করা প্রয়োজন। যেহেতু পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহে নিজস্ব আয়ের উৎস রয়েছে তাই তাদের এপিএ টিমকে উৎসাহমূলক ইনসেনটিভ প্রদান করা সহজ হবে। কিন্তু জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। পেট্রোবাংলার পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে, এপিএ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যদি একটি ইনসেনটিভ প্রদান করা যায়, তাহলে এপিএ কার্যক্রমে তারা আরো অনুপ্রেরণা পাবে।

২.৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল বলেন যে, কোম্পানি পর্যায়ে এপিএ টিম প্রতিমাসে যে সভা করে, তাদের প্রতি সভায় সম্মানি প্রদান করা যেতে পারে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা পেলে কোম্পানি হতে বিষয়টি সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং এ সম্মানি এপিএ টিমের ইনসেনটিভ হিসেবে কাজ করবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল বিসিএমসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে একমত পোষণ করেন এবং সম্মানির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এপিএ তথ্য সংগ্রহ, প্রস্তুত ও সরবরাহে এপিএ টিমকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাই এপিএ টিমকে অনুপ্রেরণাস্বরূপ ইনসেনটিভ প্রদান করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের যেহেতু নিজস্ব আয়ের উৎস নেই সেহেতু মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিমকেও কোম্পানির এপিএ টিমের সাথে সম্পৃক্ত করে সম্মানি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (অতি: দা:) ড. মহঃ শের আলী বলেন যে, পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহ তাদের নিজস্ব আয় দিয়ে হয়ত সম্মানি প্রদান করতে পারবে। কিন্তু এ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/অধিদপ্তর তা পারবে না। ফলে এক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হতে

পারে। তাই তিনি অদ্যকার সভার আলোকে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

২.৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেজিটিডিএসএল যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে বলেন যে, এপিএ ছাড়াও শুদ্ধাচার, ইনোভেশন এর পৃথক কমিটি রয়েছে। শুধুমাত্র এপিএ'র জন্য ইনসেনটিভ প্রদান করলে অন্যান্য টিমের সদস্যদের কাজের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। তাই পূর্বের নিয়মে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বা শুদ্ধাচার পুরস্কারের মত একটি বেসিক ইনসেনটিভ হিসেবে প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিএল বলেন যে, এপিএ টিমে কাজ করা প্রত্যেক সদস্য যাতে সমহারে সম্মানি পায় সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ এপিএ ডকুমেন্টশন, প্রমাণক ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে এপিএ টিমকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিমের সদস্যদেরও বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে ইনসেনটিভ প্রদানের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ ইনসেনটিভের জন্য বেশি টাকাও খরচ হবে না, যা কোম্পানির পক্ষে বহন করা সম্ভব। এমপিএল এর প্রতিনিধি বলেন যে, এপিএ কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির জন্য ইনসেনটিভ প্রদানের প্রস্তাবটি খুবই সময়োপযোগী। তিনি এপিএ টিমকে ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

২.৫। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) (অতি: দা:) বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি নিয়ে পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে ইনসেনটিভ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। উপসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, এপিএ'র শুরু থেকেই এপিএ টিমকে প্রণোদনা প্রদানের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এপিএ টিমকে উৎসাহ দেয়ার জন্য ইনসেনটিভ প্রদান করা ইতিবাচকই হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে সার্টিফিকেট ও একটি বেসিকের সমপরিমাণ অর্থ দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। গত অর্থবছর হতে এপিএ প্রণোদনা চালু হয়েছে এবং পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহে যেহেতু নিজস্ব অর্থের সংস্থান রয়েছে সেহেতু তাদেরকে স্ব-স্ব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে প্রতি সভায় এপিএ টিমের সদস্যদের সম্মানি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অপরদিকে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন অন্যান্য সরকারি দপ্তরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে এপিএ টিমে এনআইএস, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন, জিআরএস, সিটিজেন চার্টার এবং আরটিআই-৩ এর ফোকাল পয়েন্টগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

২.৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জিটিসিএল বলেন যে, এপিএ টিমে ৫ টুলসের ফোকাল পয়েন্টগণ অন্তর্ভুক্ত থাকায় বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ এপিএ টিম তৈরি হয়েছে। এপিএ'র মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের এক বছরের সামগ্রিক অর্জন প্রতিফলিত হয়। ফলে তাদেরকে উৎসাহমূলক ইনসেনটিভ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। পেট্রোবাংলার এপিএ ফোকাল পয়েন্ট বলেন যে, কোন কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করলে তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা প্রদানের প্রভিশন রয়েছে। তেমনিভাবে এপিএ ফোকাল পয়েন্টকে এপিএ'র সকল কার্যক্রম কো-অর্ডিনেট করতে হয়। সেক্ষেত্রে সভার সম্মানির বাইরে ফোকাল পয়েন্টের জন্য একটি অতিরিক্ত ভাতার প্রভিশন রাখা প্রয়োজন মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসজিসিএল এপিএ টিমকে ইনসেনটিভ প্রদানের পাশাপাশি ফোকাল পয়েন্টকে অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভাপতি বলেন যে, এপিএ টিমের প্রতিনিধি ও সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এপিএ টিমের সভার জন্য এপিএ টিমকে সম্মানির মাধ্যমে ইনসেনটিভ ও ফোকাল পয়েন্টদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ভাতা প্রদানের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে সিদ্ধান্ত অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৭। পেট্রোবাংলার এপিএ ফোকাল পয়েন্ট বলেন যে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এপিএ'র জানুয়ারি/২০২১ মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো যে, আগ্রহী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মধ্য হতে এপিএ টিম লিডার ও ফোকাল পয়েন্ট তৈরি করতে হবে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোম্পানিসমূহের এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য-সচিব সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্য হতে রয়েছেন এবং তারাই সাধারণত বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফলে জুনিয়র কর্মকর্তা যারা এপিএ'র ডকুমেন্টেশন তৈরি করেন তাদেরকে অনেক সময় সভার নির্দেশনা অবহিত করা হয়না। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি গ্যাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কোম্পানিসমূহের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য-সচিব মিড লেভেলের আগ্রহী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মধ্য হতে মনোনয়ন প্রদান করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হবেন তা কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইনে বলা রয়েছে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সবসময় আগ্রহী কর্মকর্তাদের দিয়ে এপিএ টিম গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাই কোম্পানিসমূহের এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য-সচিব এপিএ গাইডলাইন অনুযায়ী আগ্রহী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মধ্য হতে মনোনীত করা যেতে পারে।

২.৮। উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র ১০০ নম্বরের মধ্যে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩৯টি কর্মসম্পাদন সূচকের নম্বর ৭০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি কর্মসম্পাদন সূচকের নম্বর ৩০ বরাদ্দ রয়েছে। আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩০ নম্বরের মধ্যে এনআইএস-১০, ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন-১০, জিআরএস-৪, সিটিজেন চার্টার-৩ এবং আরটিআই-৩ নম্বর। এ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় মনিটরিং সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত ৮টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। এ ৮টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে ৮টি মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। সভাপতি মনিটরিং কমিটিসমূহ পুনর্গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) আরো উল্লেখ করেন যে, বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জন হয়নি "[২.৪] ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান" সংক্রান্ত কর্মসম্পাদন সূচক ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কর্মসম্পাদন সূচক যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে আরো তৎপর হওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এপিএ টিমের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পেট্রোবাংলা, বিপিসি ও আওতাধীন কোম্পানিসমূহের এপিএ টিমের সদস্যদের সম্মানি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হলো।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২ অধিশাখা
৩.২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন অন্যান্য সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তরের এপিএ টিমের সদস্যদের সম্মানি/ইনসেনটিভ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রদানের সুপারিশ হলো।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২ অধিশাখা
৩.৩	পেট্রোবাংলা ও বিপিসির আওতাধীন কোম্পানিসমূহের এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও সদস্য-সচিব এপিএ গাইডলাইন অনুযায়ী আগ্রহী ও দক্ষ কর্মকর্তাদের মধ্য হতে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক এপিএ টিম পুনর্গঠন করতে হবে।	পেট্রোবাংলা/বিপিসি/কোম্পানি
৩.৪	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৮টি মনিটরিং কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-২ অধিশাখা
৩.৫	২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কর্মসম্পাদন সূচক যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে আরো তৎপর ও আন্তরিক হতে হবে।	এপিএ টিম/ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আজিজুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও এপিএ টিম
লিডার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২১.২৮৭

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৮
০৭ আগস্ট ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৪) এপিএ টিমের সকল সদস্য, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৬) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)

১০) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১১) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব